ভাবনা করিতে হইবে। যেহেতু অহংগ্রহোপাসনাকে শুদ্ধভক্তগণ দ্বেষ করিয়া থাকে। যে স্থানে শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তের একতার কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলে বুঝিতে হইবে - সাধারণভাবে জীবচৈতন্যের সহিত বিভুচৈতন্যের যেমন চৈতন্যাংশে সাম্য সিদ্ধান্ত করা আছে, এস্থলে তেমনই বুঝিতে হইবে। যেহেতু ভগবৎপার্ষদগণের যে দেহ অর্থাৎ বিগ্রহ, তাহা প্রাকৃত প্রাপঞ্চক নহে। ভগবানের চিচ্ছক্তির বৃত্তিরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বেরই অংশ। কেশবাদিন্যাস প্রভৃতির যে স্থানে অধমাঙ্গ বিষয়ে উল্লেখ করা আছে, সে স্থানে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া এবং সেই মন্ত্র জপ করিয়া সেই সেই অঙ্গ স্পর্শমাত্র করিবে। কিন্তু সেই সেই মন্ত্রদেবতা সেই অধমাঙ্গে আছে—এই ধ্যান করিতে হইবে না। ভক্তের পক্ষে সেই সেই অধমাঙ্গে সেই সেই দেবতার স্থিতি চিন্তা করা অত্যন্ত অনুচিত। শ্রীভগবানের মূখ্য ধ্যান তাঁহার ধ্যানেই করিতে হইবে। হৃদয়-কমলে ধ্যান করা যোগীগণের সম্মত কিন্তু ভক্তসম্মত নহে। যেহেতু তন্ত্রে "স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে" অর্থাৎ মনোহর বৃন্দাবনেই নিজ প্রাণবল্লভকে চিন্তা করিবে—এইরূপ উল্লেখ আছে। অতএব মানসপূজাও শ্রীবৃন্দাবনেই চিন্তা করিতে হইবে। কামগায়ত্রী ধ্যান সূর্য্যমণ্ডলে করিতে হইবে—এই যে উল্লেখ আছে, তাহা শ্রীবৃন্দাবনেই চিন্তা করিতে হইবে। যেহেতু ব্রহ্মসংহিতাতে উল্লেখ আছে যে 'গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূত" অর্থাৎ যদ্যপি ভগবান নিখিল গোলকবাসীর আত্মস্বরূপ, তথাপি শ্রীরাধা প্রভৃতির সহিতই গোলোকেই বাস করেন। এইস্থলে "এব"-কার প্রয়োগ করিয়া তিনি যে গোলক ভিন্ন অন্যত্র কোথাও থাকেন না—ইহাই বুঝাইতেছে। সেই সূর্য্য-মণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবননাথ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ অবস্থান করেন না, কিন্তু তেজোময় প্রতিমা আকারেই আছেন।

এক্ষণে বাহ্যউপচারের দ্বারা অন্তঃপূজায় যে নিজ অঙ্গে বেণু প্রভৃতির পূজার কথার উল্লেখ আছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতিতে নিজের অঙ্গ বিলীন হওয়ায় সাধকের নিজ অঙ্গে নিবিষ্ট শ্রীভগবানের মুখাদিতেই বেণু প্রভৃতির চিন্তা করিতে হইবে ; কিন্তু কখনও নিজ মুখাদিতে বেণু, বনমালা প্রভৃতির চিন্তা করিবে না। বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্ব—এই পাঁচটি মুদ্রা শ্রীভগবানকে দেখাইতে হইবে বলিয়া যে বিধি আছে, তাহাও নিজ মুখাদিতেই করিতে হইবে ; কিন্তু ভাবিতে হইবে—এই সকল মুদ্রা শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, ইহা দর্শনে ভগবানের সন্তোষ হয়। নিজ অঙ্গে সেই সকল মুদ্রা ভাবনা করিবে না। যেহেতু নিজ অঙ্গে চিন্তা করিলে অহংগ্রহোপাসনা মধ্যে পর্য্যবসিত হয়। সেইপ্রকার মানসপূজা প্রভৃতিতে